নাজীম উদ্দিন মোস্তান

সরকারী খাতের কমপিউটারবিদগণ চাকরি ক্ষেত্রে উপেক্ষিত
প্রবীণেরা দেশ ছাড়বেন।। নবীনেরা বিমুখ

কোটি কোটি টাকার কমপিউটার সিস্টেম কিনে মন্ত্রণালয় হতে বিশ্ববিদ্যালয়, পরিকল্পনা কমিশন হতে প্রধান মন্ত্রীর দপ্তর পর্যন্ত সাজিয়েছে সরকার। কিন্তু কেমন আছেন এই আমাদের দেশের সরকারী খাতে কর্মরত কমপিউটার চালনাকারী কমপিউটারবিদগণ? হতাশা, বিষাদ, উপেক্ষা এবং অবদমনের সংঘাতে মেধাবী কমপিউটারবিদদের কাজ করার আগ্রহ কেবল ব্যবহৃত হচ্ছে না, কমপিউটারে বিনিয়োজিত কোটি কোটি টাকারও কোন ফলপ্রসূ প্রয়োগ ঘটছে না একই সাথে।

কমপিউটার সায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-এর তুখোড় মেধাবী ছাত্র, যারা দেশের শিক্ষা বোর্ডগুলোর তারকা ও শিরোমণি, যারা তৃতীয় বর্ষে থাকতেই, বিশ্বজোড়া নামের বিদেশী প্রতিষ্ঠান অধ্যয়ন ও গবেষণার সুযোগসহ তাদের ৪০। ৫০ হাজার টাকার প্রারম্ভিক চাকরির প্রস্তাব দিয়ে রাখে, বাংলাদেশ সরকার কত টাকায় তাদের রিক্রুট করবেন? মাত্র ২৮০০ টাকা। সমাজ কল্যাণ, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোলের স্নাতক বা মাষ্টার্সকে যে মাইনে দেবেন সরকার, ঠিক সে মাইনেই বরাদ্দ আছে উচ্চতর ডিগ্রীধারী কমপিউটার বরপুত্রদের জন্য।

মুড়ি ও বাতাসা এক দরে যে দেশে বিকায়, সে দেশ ত্যাগের জন্য পুরোকালের জ্ঞানীরা পরামর্শ দিয়েছেন। তবু কমপিউটারের নূতন প্রজন্ম এদেশে থাকতে চান। তারা গড়তে চান, কমপিউটার সজ্জিত স্বদেশ। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মনজুর মোর্শেদ বাপীর ভাষায়ঃ উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে, কমপিউটারে ট্রেনিং ও দক্ষতা দিয়ে ২৮০০ টাকায় কেউ সরকারী চাকুরিতে ঢুকতে চাইবে না। সাধারণ প্রশাসনিক অফিসারদের অধস্তন হিসাবে কমপিউটার অফিসারদের বসিয়ে রাখার ব্যাপারটি আরও অস্বস্তিকর। কমপিউটারসেবী হয়তো মাইনে পাচ্ছেন বেশী, তবু সমকক্ষ অফিস কর্তার পেছনে টাইপিষ্টের মত তাঁকে পড়ে থাকতে হয়। লোক প্রশাসনের ভাষায় একে বলে লাইন অফিসার। মূলধারার অনুসঙ্গ অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের মত অস্তিত্ব দুঃসহ প্রায়। তরুণ কমপিউটারবিদ বলেছেন, ষ্টাফ অফিসার হিসাবে আমাদের আলাদা ক্যাডার চাই। বাস্তব কারণেই কমপিউটারে দক্ষ ও শিক্ষিত কর্মকর্তাদের জন্য পৃথক ক্যাডার সার্ভিসের দাবী প্রবল হয়ে উঠেছে। কমপিউটার পেশাজীবীদের জন্য স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ ক্যাডার প্রতিষ্ঠার দাবী ৫ শতাধিক উচ্চমানের কমপিউটারবিদ, কমপিউটার সোসাইটিসহ কমপিউটারায়নে আগ্রহী রাজনীতিকদেরও দাবী হয়ে উঠেছে। সরকার পৃথক ক্যাডার সার্ভিস প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছে। তবে মজার ব্যাপার, ক্যাডার সার্ভিসের দাবী সর্বাগ্রে তোলেন তরুণ কমপিউটারবিদগণ। কমপিউটার জগৎ-এ তাদের সাংবাদিক সম্মেলনের খবর প্রকাশের পর এ দাবী সার্বজনীন হয়ে ওঠে।

যারা সরকারী চাকরিতে ঢুকে ধীরে ধীরে অভিজ্ঞ হয়েছেন এবং বিদেশে পড়াশুনা করে এসেছেন, তাদের সমস্যা গুরুতর। উপযুক্ত মাইনে, পদপদবী, মর্যাদা না পেয়ে শতকরা ৬০ ভাগ দক্ষ কমপিউটারবিদ বিদেশে চলে যাচ্ছেন।

তরুণ প্রজন্ম সমস্যা সমাধানের জন্য প্রবীণ কমপিউটারবিদদের সরকারের সাথে প্রয়োজনে চুক্তির ভিত্তিতে কাজ করার প্রথা তৈরীর তাগিদ দিয়েছেন। উন্নত দক্ষতার ও অভিজ্ঞতার একজন কমপিউটারবিদ সরকারের লোক প্রশাসন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, বন্দরের মালামালের চলমান চালানের ব্যবস্থাপনা, রেলপথের ট্রেন, বগি, যাত্রী ও মালামালের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার দ্বারা খরচ হ্রাসের পদ্ধতি, হাসপাতালের ঔষধ ও উপকরণের ইনভেনটরী তৈরী করে কোটি কোটি টাকার সাশ্রয় ও উন্নত ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করতে পারে। এ ধরণের দক্ষ হাতকে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ খুবই লাভজনক। এতে কাজের গতিও বাড়বে।

প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ সরকার ও বিরোধীদলের প্রধান ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ববর্গ এখন এব্যাপারে একমত, প্রশাসনের কমপিউটারায়ন ছাড়া জবাবদিহিমূলক সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলা বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রায় অসম্ভব। তাই মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরগুলোর সাথে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় দ্রুততার সাথে সংযুক্ত হচ্ছে কমপিউটারে। কিন্তু এ জবাবদিহির পালা শুরু হলে সরকারের নীতিনির্ধারকরা বিস্ময়ের সাথে দেখবেন, কমপিউটার সজ্জিত মন্ত্রণালয় ও সরকারী প্রতিষ্ঠানে কমপিউটার আগলে যারা বসে আছেন, তাদের অধিকাংশই কমপিউটারে শিক্ষিত লোক নন, তারা কমপিউটারে সামান্য প্রশিক্ষিত মাত্র। কর্তৃপক্ষ দেখতে পাবেন, কমপিউটার রাজ্যে অপেশাদার উচ্চাভিলাষী কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটেছে, এমন সব এলাকা থেকে, যেখানে ক্রিয়া ও কর্তৃত্ব ছাড়া প্রযুক্তিচর্চা ও সৃজনক্রিয়া তাদের অজানা। সরকারী প্রতিষ্ঠান, আধা সরকারী সংস্থাগুলিতে কমপিউটারে দায়িত্বপালনকারী দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিদের ধরে রাখার কোন চেষ্টা সরকার করছে না। ফলে শতকরা ৬০ ভাগ দক্ষ কর্মচারী ও কর্মকর্তা সরকারী কমপিউটার ছেড়ে অন্যত্র বা বিদেশে চলে যাচ্ছে। প্রোগ্রামার, এনালিষ্ট, সিস্টেম ডিজাইনারের মত দক্ষ হাত দেশ ছেড়ে গেলে বিদেশে ২০/৩০ গুণ বেশী মাইনে পান। কিন্তু সরকার এখানে এদের পদগুলিকে প্রায়োগিক টেকনিক্যাল পদ হিসাবে চিহ্নিত করে সামান্য টেকনিক্যাল ভাতা পর্যন্ত দিচ্ছেন না।

এসব সমস্যা দ্রুত সমাধান করার জন্য প্রধানমন্ত্রী ও সরকারকে আশু পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে সরকারের অভ্যন্তরে কর্মরত কমপিউটারবিদগণ বলেছেন, আমরা সিস্টেম নির্মাতা। আমরা বাস্তব সমস্যাকে সুচারুভাবে নিয়ন্ত্রণের সব চাইতে সহজ পন্থা উদ্ভাবনে পারদর্শী। কমপিউটার ক্যাডার সার্ভিস প্রবর্তন এবং বেতন ও পদপদবীর অসঙ্গতির সমস্যা দূর করে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর অধীনে ন্যস্ত করুন, আমরাই পারবো সত্যিকার জবাবদিহির প্রশাসনের বাস্তব ও প্রায়োগিক কাঠামো সাজিয়ে দিতে।

তারা বললেন ঃ জবাবদিহির প্রশাসন চান? কমপিউটার ছাড়া তথ্যনির্দিষ্ট জবাবদিহি অসম্ভব। বিপর্যয় মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে অভাবিত দ্রুততার সাথে চাহিদা ও সরবরাহে সমন্বয় বিধান করবেন? কমপিউটার আপনার সহায়। ১৯৯১-র ঘূর্ণিঝড়ের পর চট্টগ্রাম উপকূলে পরিস্থিতি মোকাবেলাকে নির্বিঘ্ন করেছে কমপিউটার। ঠিক তখন থেকে কমপিউটারের উপর আস্থা বেড়েছে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার। এখন তেলের মজুদ, সরবরাহ, বণ্টন, নদী-নালার পানির স্তর, খাদ্য মজুদের পরিস্থিতি সম্পর্কে সংবাদপত্র ও অফিসিয়াল রিপোর্টের আগে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত রাখে কমপিউটারের ল্যান নেটওয়ার্ক।

এ তথ্যানুসন্ধান যখন আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত হবে, মন্ত্রণালয়ের পর সরেজমিন দপ্তর বা ডাইরেক্টরেটগুলি যখন কোথাও সমান্তরাল, কোথাও লম্বিকভাবে তথ্য আদান প্রদানে সংযুক্ত হবে, যে ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ চলছে এখন, তা পূর্ণতা পেলে অহোরাত্র কমপিউটারের সাথে তথ্যপ্রযুক্তি ও যন্ত্রপ্রযুক্তির শানিত মেধাগুলিকে নিশব্দে কাজ করে যেতে হবে। কমপিউটার জগতের মানুষেরা সবচাইতে দক্ষ, সবচাইতে নিঃশব্দ কিন্তু তার অবদান তাৎক্ষণিক চাহিদা পূরণে এবং অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে তথ্য সম্পদের পুঞ্জীভবনে তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অপরিমেয়। চিঠি পাঠিয়ে, টেলিফোন করে, ফাইল ঘেঁটে, হয়রান হবার পর্ব ঘুচিয়ে দিবে কমপিউটার 'কী বোর্ডের' নীরব স্পর্শে অজস্র তথ্য। টেলিফোন লাইনে চলে আসবে দফতর থেকে উচ্চতর জবাবদিহির দফতরে, এ ব্যবস্থার পিছনে যারা কাজ করবেন তারা আসলে কী অবস্থায় আছেন?

প্রতিদিন কাজের চাহিদা বাড়ছে। কিন্তু কমপিউটারবিদদের সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। খুবই পদস্থ একজন কমপিউটার ব্যবস্থাপকের কথা শুনুন ঃ মাইনেপত্র পাই উচ্চ পদমর্যাদার। কিন্তু কাগজে পত্রে আমি পদমর্যাদাহীন কর্মচারী মাত্র। প্রতিদিন কাজের চাহিদা, প্রকরণ, বিন্যাসের স্তর ও তথ্য উদঘাটনের প্রণালী বাড়ছে, দেশের সর্বোচ্চ

সিদ্ধান্তদাতা মহলের কাজের চাপে। কিন্তু আমাদের সমস্যা সাধারণ প্রশাসকেরা বুঝতে নারাজ। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তদাতাদের কাছে সরাসরি আমরা যেতে পারি না। অথচ অন্যান্য দেশে, ভারতে কিংবা ফ্রান্সে তথ্যের চাবিকাঠি যাদের হাতে, তারা শীর্ষ সিদ্ধান্ত-দাতাদের সবচাইতে নিকট, ও প্রত্যক্ষ 'স্টাফের' (দক্ষ কর্মমণ্ডলীর) অন্তর্গত। আমাদের দেশে সিদ্ধান্তদাতারা টেকনিক্যাল কিছু হলেই শুনতে নারাজ, বুঝতে নারাজ। তাঁরা যাদের মাধ্যমে আমাদের সমস্যা বুঝতে চান, তারা প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, উপর-নীচ ভেদাভেদ বুঝতে অভ্যস্ত প্রশাসনিক কৌলিন্য ক্যাডারে বিশ্বাসী। এদের কারণে, আমাদের সমস্যা নিরসনের জন্য ফাইল পাঠানো হয়, কিন্তু চাপা পড়ে, পদে পদে।

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তদাতারা, কমপিউটারের কোন নির্দিষ্ট পদ এনাম কমিটির কাঠামোর কোন স্তরে পড়বে – তা বুঝবার জন্য পরামর্শ চেয়ে বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলে ফাইল পাঠিয়েছেন অজস্র। কিন্তু বিশ্বাস করুন, বাইরের ব্যাপারে পরামর্শ দান দূরে থাকুক, বিসিসি-র ভিতরেই কমপিউটারবিদদের অবস্থা বেহাল। বিসিসিতে ১৩ টি বিশেষজ্ঞ পদের মধ্যে মাত্র ২টি পদে রিক্রুট হয়েছে সরাসরি। তার একজন যুক্তরাষ্ট্রে চলে গেছেন। আছেন মাত্র ১ জন।

সুতরাং সরকারের প্রশাসনে কমপিউটার বিদদের মধ্যে যাদের পদপদবী নির্ণয়ের সমস্যা রয়ে গেছে, তাঁরা ঝুলছেন অনিশ্চতায়।

এ রিপোর্টের ব্যাপারে অনুসন্ধানকালে আরও বিশদভাবে প্রতীয়মান হয়েছে, সরকারী প্রশাসনে কমপিউটারায়নে বন্ধত্ব ও ব্যর্থতা এবং বেসরকারী খাতে কমপিউটার সার্ভিস শিল্প গড়ে না ওঠার জন্য বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল শতকরা ৮২ হতে ৯২ ভাগ দায়ী। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের কমপিউটার ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদানের জন্য প্রস্তাব দিয়েছে ২ টি বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান। কারিগরী মূল্যায়নে কোন প্রতিষ্ঠানটি যোগ্য হবে, তার সুপারিশ চেয়ে ফাইল পাঠানো হয় বিসিসিতে।

কর্ণেল (অব) আজিজুর রহমানের একচ্ছত্র কর্তৃত্বের দিনে এ ফাইলে ৮/১০ মাসে সিদ্ধান্ত দিতে পারেননি। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের জরুরী কাজে যখন এমন নিষ্ক্রীয়তা, তখন কমপিউটার পেশাজীবিদের পদপদবীর সমস্যা সংক্রান্ত ফাইল পড়ে আছে চরম উপেক্ষায়। কারিগরী দিক দিয়ে কমপিউটার কাউন্সিলকে রাস্তার কয়েন বক্স টেলিফোন বুথের চাইতে অপদার্থ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে। ইউনিক্স মানের কমপিউটারায়নের প্রবক্তা কর্মকর্তাগণ বিসিসির কমপিউটারে একটি মডেম পর্যন্ত যুক্ত করেননি, যা দিয়ে অন্ততঃ দেশের কমপিউটার ব্যবহারকারী অফিস তাদের সাথে বার্তা বিনিময় করতে পারতো।

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের উপদেষ্টা বলে কথিত ডঃ রফিকুজ্জামান কমপিউটার পার্সোনালদের বেতন দ্বিগুণ করে দেবার একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বাস্তবে এ লক্ষ্যে বিন্দু-বিসর্গ কাজও তিনি করেননি। বরং এসব কথাবার্তায় সাধারণ প্রশাসকদের সাথে কমপিউটারসেবীদের অযথা রেষারেষি বৃদ্ধি পায়।

একজন দক্ষ ও উচ্চতর কমপিউটার বিশেষজ্ঞ বলেছেন ঃ কমপিউটারজীবীদের সরকারী চাকরিতে ধরে রাখতে হলে বর্তমান বেতন কাঠামোতেই ক্যাডার সার্ভিস গঠন এবং ইঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তারদের মত টেকনিক্যাল ভাতা প্রদান শ্রেয়। এখানকার ৭ হাজার টাকা মাইনের কমপিউটারবিদ বিদেশে কমপক্ষে ৩৫০০০ টাকার মাইনে পেতে পারেন। তবু সরকারী চাকরিতে দায়িত্ব, ক্ষমতা, সম্মান, বাসস্থান ও যানবাহন যদি পাওয়া যায়, তাহলে আধুনিকতম এ পেশার সাথে দেশকে কিছু দেবার জন্য অনেকেই থেকে যেতে ইচ্ছুক।

নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলি জানিয়েছে ঃ জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কমপিউটারের কার্যকারী ভূমিকায় চমৎকৃত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী এবং সরকারের নীতি নির্ধারকগণ। সরকার এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে।

কমপিউটার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় সংসদ সদস্য ডঃ মঈন খানকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, সরকারী খাতের কমপিউটার পেশার দক্ষ পেশাজীবীসহ এ কারিগরী ধারার সকলের বাস্তব সমস্যা, উৎসাহের অভাব এবং পদপদবীর সমস্যা দূর করার ব্যাপারে সরকার আগ্রহী। এ ব্যাপারে বিশদ ও পূর্ণাঙ্গ সুপারিশ কিছু পেলে সরকার তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে। তিনি বলেছেন, প্রশাসনে কর্মসংস্থানে ও কাজের মানোন্নয়নে কমপিউটারের প্রয়োগ ক্ষেত্র যে বিশাল, তা উপলব্ধি করেছে সরকার। সরকার সত্যিই সমস্যার সমাধান করতে চায়, দরকার সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট, যুক্তিযুক্ত পরামর্শ।

আপনার পরামর্শ কী? একজন মধ্যবয়সী কমপিউটার সিস্টেম সংগঠককে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, কমপিউটার বিশেষজ্ঞদের সার্ভিস ক্যাডার হিসাবে সংগঠিত করা হোক। উন্নত মেধাবুদ্ধি ও প্রমাণিত যোগ্যতার কমপিউটার-বিদদের নিয়ে একটা 'পুল' গঠন করা হোক। তিনি অবশ্য মনে করেন, সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজি ডিভিশনের আওতা থেকে কমপিউটারায়ন, মান নিয়ন্ত্রণ ও খাত সংগঠনের দায়িত্ব সরাসরি এ পুলের হাতে দিয়ে 'পুল' কে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করা হোক।

প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এ বিশেষজ্ঞ মণ্ডলী কর্মপদ্ধতি বের করে তা রূপায়ন করলে অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে। তিনি বলেছেন, ক্যাডার সার্ভিসকে সিদ্ধান্ত দানের ক্ষমতা দিতে হবে। তাতে বিদ্যমান যন্ত্র ও লোকবলের সর্বোচ্চ ব্যবহার সম্ভব হবে।

প্রশাসনকে পরিচালনার আধুনিকতম হাতিয়ার প্রধানমন্ত্রীর হাতেই থাকা উচিত, এ যুক্তিতে তাঁরা কমপিউটার ক্যাডার সার্ভিসকে সংস্থাপনের হাতে না দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে ন্যস্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন।

কমপিউটারের সাথে কমপিউটারের তথ্য সংযোগ স্থাপন বর্তমানে সাধারণ টেলিফোনের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। আইএসডি টেলিসংযোগ ব্যবহৃত হলে তথ্য আদান প্রদানের গতি যাবে বেড়ে। তখন প্রধানমন্ত্রীর দফতরের উন্নত ও পূর্ণাঙ্গ কমপিউটার কেন্দ্র গড়ে উঠবে। সকল অফিস ও দফতরে কর্মরত কমপিউটার ক্যাডার প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত থাকলে কেন্দ্রীয় সচিবালয়, প্রধানমন্ত্রীর দফতর, সংসদ ভবন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা একটা অখণ্ড তথ্যসূত্রে বাঁধা পড়বে। তখন এমন ক্যাডার সার্ভিসের গুরুত্ব হবে সমধিক।

বাংলাদেশ কমপিউটার সোসাইটি অতি সম্প্রতি ৪ দফা পেশাগত সুপারিশ নিয়ে মন্ত্রী ও নীতি নির্ধারকদের সাথে সাক্ষাত করার আগে দীর্ঘদিন তারাও ছিলেন নীরব। ফলে, এনাম কমিটি ১৯৮৪ সনে পদ পদবী কাটছাট করে যে কর্মকাঠামো রেখে যায়, তাতে কমপিউটারবিদদের জন্য পদ নির্দিষ্ট ছিল না, বহুক্ষেত্রে। এ সুযোগে উর্ধ্বতন কমপিউটারবিদকে একটা ডেপুটি ডিরেক্টর বা ইত্যাকার পদ দিয়ে সাধারণ প্রশাসকের তস্য অধস্তনের অবস্থানে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেক বেশী মাইনে পেয়ে অনেক নিম্নপদের পরিচয় বহনের দুর্গতিও কমপিউটার সেবীদের অদৃষ্টে জুটিয়েছে সরকার।

দেশে যোগ্য কমপিউটারবিদ ও মেধা থাকতেও বিদেশী কনসালট্যান্ট এবং কিছু আত্মভরী অযোগ্য

উচ্চাভিলাষীর উপর সরকারকে নির্ভর করতে হয়েছে ও হচ্ছে, দেশে কমপিউটার ক্যাডার সার্ভিস গড়ে না তোলার কারণে।

১৯৮৫ সনে সরকার কমপিউটার পেশার বিভিন্ন স্তরের পদপদবী নির্ধারণ করে যে বেতন হার ঘোষণা করে, তা আজ অবধি কোন কোন সংস্থা বা মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়িত হয়নি। অন্য ধরণের পদপদবীর আড়ালে অধস্তন মর্যাদা গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন এরা।

কমপিউটার সোসাইটি ঃ ৪ দফা সুপারিশ

কমপিউটার সোসাইটি দীর্ঘদিন নীরবতার পর কমপিউটার ক্যাডার গঠনের ব্যাপারে সুপারিশ জানানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী, সংস্থাপন সচিব, শিক্ষা সচিবের সাথে সাক্ষাত প্রার্থনা করেছেন। ১৫ জুলাই সংস্থাপন প্রতিমন্ত্রীর সাথে তাঁদের আলোচনা হয়।

কমপিউটার সোসাইটির সভাপতি এম আনিসুর রহমান খান ও সাধারণ সম্পাদক ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত মন্ত্রীর কাছে যে স্মারকলিপি দিয়েছেন, তাতে বলা হয়েছে, আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিতভাবে কমপিউটার ব্যবহারের প্রসার অত্যাবশ্যক। সোসাইটির প্রচেষ্টা ও সরকারের উপলব্ধি সত্ত্বেও সরকারের নির্দেশ বাস্তবায়নে সমস্যা রয়ে গেছে। কারণ, কমপিউটার সোসাইটি আয়োজিত সাধারণ সভায় সদস্যদের মধ্যে এ ব্যাপারে অসন্তোষ পরিলক্ষিত হয়।

কমপিউটার পেশাজীবীদের জরুরী সমস্যার ব্যাপারে কমপিউটার সোসাইটি সরকারকে নিম্নোক্ত ৪টি সিদ্ধান্ত নিতে বলেছে ঃ

১। কমপিউটার পেশার বিভিন্ন স্তরের পদসমূহ নির্ধারণ করে সরকার ১৯৮৫ সালে বেতন স্কেল ঘোষণা করেছে। আজ পর্যন্ত কোন কোন সংস্থা বা মন্ত্রণালয়ে তা বাস্তবায়িত হয়নি। এর ফলে কমপিউটার পেশাজীবীদের মধ্যে হতাশা প্রবল। এনাম কমিটি বর্ণিত পদের সাথে ৮৫-র বেতন স্কেলে বর্ণিত পদের নাম মিলছে না, এই অজুহাতেও উর্ধ্বতন অফিসার পদমর্যাদার কমপিউটারজীবীকে সামান্য অধস্তন অফিসারের পদে ফেলে রাখা হয়েছে।

২। সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানে কমপিউটার ব্যবহারকারীদের সঠিক পদে সঠিক স্থানে নিয়োগ ও বসানো হোক। ব্যাংক বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে ডেপুটেশনে আসা অন্য পেশার লোক, যারা কমপিউটারে আংশিক ও খণ্ডিত প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, তাঁদের বিভিন্ন সরকারী সংস্থায় কমপিউটার পেশাজীবীর পদে বসিয়ে রাখা হয়েছে। এটাও কমপিউটার পেশাজীবিদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে হতাশা। এ সমস্যা দূর করার জন্য সঠিক পদে কমপিউটারে শিক্ষিত সঠিক ব্যক্তিকে বসানো উচিত।

৩। কমপিউটার পেশাকে আরও নিয়ম নীতিনিষ্ঠ, আকর্ষণীয় ও ঐকান্তিক করার লক্ষ্যে এবং এ পেশার ব্যক্তিদের সমস্যাবলী লাঘব ও দ্রুত সমস্যা নিষ্পত্তির জন্য কমপিউটার ক্যাডার সার্ভিস তৈরী করা জরুরী। এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত সরকারী উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি। সোসাইটি এ ব্যাপারে সরকারকে আশু সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাগিদ দিয়েছে।

৪। বর্তমানে বাংলাদেশে বেশ কিছু অভিজ্ঞ ও দক্ষ কমপিউটার পার্সোনেল তৈরী হয়েছে। এদের মেধাশক্তি কাজে লাগানোর জন্য সোসাইটি বিদেশী উপদেষ্টার পরিবর্তে বাংলাদেশী কমপিউটার উপদেষ্টা নিয়োগের সুপারিশ করেছে।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে ১৯৮৫-র ২৮ শে ফেব্রুয়ারী SRO-104-L/85/ ME/R1/R-9/84- সূত্রে কমপিউটার কর্মচারী (সরকারী ও স্থানীয় সরকার) নিয়োগ ও বাছাই-এর বিধি ১৯৮৫ জারী করে। এ আদেশে ডিরেক্টর বা জি.এম, ডিপুটি ডিরেক্টর বা ডিজিএম, সিস্টেম ম্যানেজার, সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, সিস্টেম এনালিষ্ট, সহকারী সিস্টেম এনালিষ্ট, সিনিয়র প্রোগ্রামার, প্রোগ্রামার, এ্যাসিষ্ট্যান্ট প্রোগ্রামারসহ ২০ ধরণের পদের মধ্যে ৬০% পদ পদোন্নতি দ্বারা ও ৪০ ভাগ পদ বদলী বা ডেপুটেশন বা সরাসরি নিয়োগ দ্বারা পূরণের প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে ৭ বৎসর অতিবাহিত হয়েছে। কমপিউটারে শিক্ষিত প্রশিক্ষিত উচ্চশিক্ষিত যারা সরকারী কমপিউটারে কাজে রয়েছেন, তারা আজ অভিজ্ঞ। বিদেশ থেকে ও দেশে থেকে তরুণেরা পাশ করে বেরুচ্ছে। তাদের কর্মসংস্থান ও উন্নতির জন্য ডেপুটিশনের লোকদের এ চাপ কমিয়ে কমপিউটার পেশাজীবীদের স্থান করে দেওয়া দরকার বলে অনেকে মনে করেন।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়ন বিভাগের বাস্তবায়ন শাখা ৮৫-র এপ্রিলে কমপিউটার পার্সোনালদের বেতনহার নির্ধারণ করে MF/FD (Imp) I-(F)-9/85/32 dt 20th April 1985 স্মারকে যে নির্দেশ প্রকাশ করে তাতে বলা হয়েছিল, এসব বেতনহার কেবলমাত্র সেসব কর্মচারীরা পাবেন, যারা ১৯৮৫-র (উপরে বর্ণিত) নিয়োগ বিধির শর্ত পূরণ করতে পারবেন।

বর্তমানে শীর্ষ ব্যবস্থাপনা স্তরে ডিরেক্টর বা জেনারেল ম্যানেজারকে ৮৬০০-২২৫(৪)-৯৫০০ টাকা মাইনে দেওয়া হয়। ডেপুটি ডিরেক্টর বা ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারের জন্য দেওয়া হয় ৭৮০০-২০০-৯০০ টাকার স্কেল। সিস্টেম ম্যানেজার বা ডিভি সিস্টেম পান ৭৮০০-২০০-৯০০০ টাকার স্কেল। সিস্টেম এনালাইসিস পর্যায়ে সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট ৬৩০০-১৭৫-৮০৫০ টাকা, সহকারী সিস্টেম এনালিষ্টের জন্য ৪৮০০-১৭৫-৭২৫০ টাকা স্কেল ঘোষিত হয়। প্রোগ্রামিং-এর সিনিসর প্রোগ্রামার ৬৩০০-১৭৫-৮০৫০ টাকা, প্রোগ্রামার ৪৮০০-১৭৫-৭২৫০ টাকা, সহকারী প্রোগ্রামার ২৮৫০-১২৫-৩৭২৫-১৩০-৫১৩৫ টাকার স্কেল ঘোষিত হয়।

কমপিউটার চালনা ও পরিচালকরা অপারেশন ম্যানেজার ৬৩০০-১৭৫-৮০৫০ টাকা, কমপিউটার অপারেশন সুপারভাইজার ৪৮০০-১৭৫-৭২৫০ টাকা, সিনিয়র কমপিউটার অপারেটর ২৮৫০-১২৫-২৭২৫-১৫০-৫১৫৫ টাকা, কমপিউটার অপারেটর ১৭২৫-১০৫-২৪০০ ১১৫-৩৭২৫ টাকার স্কেল পাবার কথা।

ডাটা এন্ট্রি ও পরীক্ষণ কাজে ডাটা এন্ট্রি সুপারভাইজার ২৩০০-১২৫-৩১০৫-১২৫-৪৪৮০ টাকা, সিনিয়র ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ১৭২৫-১০৫-২৪৬০-১১৫-৩৭২৫ টাকা, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ১২০০-৬০-১৬২৫-৬৫-২৩৩৫ টাকা। রক্ষণাবেক্ষণ পেশায় প্রধান রক্ষণাবেক্ষন ইঞ্জিনিয়ার ৭৮০০-২০০-৯০০০ টাকা, উর্ধ্বতন রক্ষণাবেক্ষণ ইঞ্জিনিয়ার ৭১০০-২০০-৮৭০০ টাকা, রক্ষণাবেক্ষণ ইঞ্জিনিয়ার ৪৮০০-১৭৫-৭১৫০ টাকা, সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ ইঞ্জিনিয়ার ২৮৫০-১০৫-৩৭২৫-১৩০-৫১৫৫ টাকার স্কেল পাবেন বলে স্থির করা হয়।

কিন্তু ১৯৮৪-র এনাম কমিটির রিপোর্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দফতর ও অফিসের জন্য যে সব পদপদবী নির্দিষ্ট করে দিয়ে যায়, তা ছিল বেতন হার ধার্য্যকরার ১ বৎসর পূর্বেকার ঘটনা। এনাম কমিটি রিপোর্টে বর্ণিত পদের সাথে বেতন হারে বর্ণিত টেকনিক্যাল পদের নাম ও স্তরের মর্যাদা ও সুবিধাদির অসমতা দূর করাই হচ্ছে এখন সবচাইতে বড় তাগিদ।

সর্বনাশা ভাইরাস ঃ দুর্নীতি

তরুণ প্রজন্মের কথা দিয়েই শেষ করা যাক। তাঁরা বলেছেন, শুধু কমপিউটার দিয়ে বসিয়ে রাখবেন না, টেলিফোন ও ফ্যাক্স দিয়ে কমপিউটারবিদ ও তার যন্ত্রকে দেশের ও বিশ্বের তথ্য ভাণ্ডার ও চাহিদার সাথে যুক্ত হতে দিন। দশ হাজার পিসি এবং বেশ কিছু বড় কমপিউটারে সজ্জিত বাংলাদেশের জন্য আছে বিদেশে প্রচুর কাজ, দেশের অভ্যন্তরে গ্রহণের মত অপরিমেয় দায়িত্ব। কিন্তু দেশে কমপিউটার প্রয়োগ, বিস্তার, উন্নয়নের সুস্পষ্ট নীতি নেই। কমপিউটারের নীতি নির্ধারণ না করায় কমপিউটার পেশাজীবীদের ভূত ভবিষ্যত অস্পষ্ট হয়ে আছে। হতাশা ও লক্ষ্য হীনতায় যন্ত্রের বিস্তার ঘটছে, অর্থ ব্যয় হচ্ছে অর্থের প্রতিদান দেবার মত কাজ হচ্ছে না। কমপিউটারবিদগণ কমপিউটার নীতিনির্ধারণে সম্পৃক্ত হতে পারছে না। এ কারণেই সিদ্ধান্তে ভুল হচ্ছে। সম্পদ ও জীবনের অপরিমেয় অপচয় ঘটছে।

কমপিউটার সিদ্ধান্ত দাতার হাতিয়ার। এবিভাগ ও তার দক্ষ মানুষদের অবস্থা নিয়ে কাজ করলে সিদ্ধান্তদাতারা পাবেন শক্তিশালী সহায়ক সমর্থন (decisive decision support system)। সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপাদান, বিশ্লেষণ যুক্তি যুগিয়ে কমপিউটার ব্যবস্থা সমাজের পরিচালক, আইনপ্রনেতা, মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতির সহায়ক হয়ে উঠতে পারে। এ বিভাগকে অবশ্যই দুর্নীতি মুক্ত রাখতে হবে। তরুণরা বলেছেন, সামাজিক মর্যাদা নিয়ে কাজ করতে পারলে আমরা দুর্নীতি করবো না। এক্ষেত্রে দুর্নীতি, অহমিকা, কর্তৃত্ববাদ, সর্বনাশা বুদ্ধির খেলা যে সর্বনাশ ঘটায় কমপিউটার লোকদ্বারা সর্বোত্তম ব্যবহার নিলে কমপিউটার শাখা অবাক রকম লাভ ও কল্যাণ বয়ে আনবে। বিপরীতটি করলে, "সরকারের সবচেয়ে বড় লোকসানের বিভাগ হয়ে দাঁড়াবে এটি।" সরকার কমপিউটারকে আপন শক্তি ও সামর্থ বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করতে চাইলে এ পেশায় লোকদের মর্যাদার স্বীকৃতি অবশ্যই দরকার। ✲